ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের দেয়ালে ঝুঁকিপূর্ণ ফাঁটল সংস্কার কাজ ফাইলবন্দী

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৫ আসামী স্বজনদের সাথে দেখা করতে চাচ্ছে

আহমদ আতিক : ফাইলবন্দী হয়ে আছে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রাচীরের ঝুঁকিপূর্ণ ফাঁটল সংস্কারের কাজ। কেন্দ্রীয় কারাগারের রজনীগন্ধা সেলে বন্দী বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ৫ আসামী স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছেন। অস্থিরতার মধ্যে থাকলেও স্বাভাবিকভাবেই কাটছে তাদের সময়।

ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসির আসামীর জন্য নির্ধারিত কনডেম সেল রজনীগন্ধাকে ঘিরে ভারী অস্ত্র নিয়ে পাহারা দিচ্ছে র‌্যাব, পুলিশসহ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। তবে কারা প্রাচীরের বিভিন্ন স্থানের ফাঁটলকে ঝুকিপূর্ণ বলে জানিয়েছেন আইজি প্রিজন। তিনি বলেন, কারা ফটকের এই ফাঁটল সংস্কার করা অতি জরুরি। এ নিয়ে বারবার কারা কর্তৃপক্ষ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অভিযোগ করলেও প্রশাসনিক জটিলতায় বন্দী হয়ে আছে ফাঁটা প্রাচীরের সংস্কার কাজ। ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি থেকে বিশেষ টিম এসে পর্যবেক্ষণ করে যায় এ কারা প্রাচীর। তারপরও ফাইল বন্দী হয়ে পড়ে আছে প্রাচীরের সংস্কার কাজ।

অপরদিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কনডেমড সেলে আটক ৫ আসামী স্বাভাবিক খাবার গ্রহণ করছেন। তবে তাদের মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করছে। তারা এখন স্বজনদের সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন। গত বৃহস্পতিবার রায় ঘোষণার পর তারা রাতের খাবার নেননি। তবে তারা গতকাল সকাল থেকে স্বাভাবিক খাবার গ্রহণ করছেন বলে কারা সূত্র জানায়।

গতকাল ভোরে ঘুম থেকে ওঠে তারা সবাই ফজরের নামাজ পড়েছেন। আটটার দিকে নাস্তা করেন। একজন ডাক্তার সকালেই তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। তারা রায়ে ফাঁসি বহাল থাকার ধকল কাটিয়ে খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছেন। আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করার জন্য কারা প্রশাসনের প্রতি অনুরোধও জানিয়েছেন। জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে কনডেম সেলে আটক পাঁচ আসামী খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়। পাঁচ আসামী এক সঙ্গে অনশন নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান কারা কর্তৃপক্ষ। কারা সূত্র বলেছে, কনডেম সেলে বন্দী আসামীদের সঙ্গে কারো দেখা হওয়ার সুযোগ নেই। এর পরেও তারা কিভাবে একই দিনে অনশনে গেছেন তা নিয়ে তারা চিন্তিত। কারাগারের কনডেম সেলের নিরাপত্তা নিয়ে নানা শঙ্কায় ভুগছেন তারা। তাই কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসির আসামীর জন্য নির্ধারিত কনডেম সেল রজনীগন্ধাকে ঘিরে ভারী অস্ত্র নিয়ে পাহারা দিচ্ছে র‌্যাব, পুলিশসহ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা।